দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 11 MAY 2014 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

এইচএসসির প্রশ্ন ফাঁসের উৎস শনাক্ত হয়নি

তদন্তের ধীরগতিতে হতাশ কর্মকর্তারা। সময় বাড়িয়েও ফল হয়নি

প্রশ্নপত্র ফাঁসের সম্ভাব্য সব উপায়ই যাচাই করছে তদন্ত কমিটি

■ মাহবুব রনি

চলতি বছর উচ্চ মাধ্যমিক (এইচএসসি) পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় এক মাসের বেশি সময় পার হলেও ঘটনার কোন 'কূল-কিনারা' করতে পারছে তদন্ত কমিটি। অপরাধীদের নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করতে পারেনি আন্তঃমন্ত্রণালয় এবং ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বোর্ড গঠিত কমিটি। কোন প্রক্রিয়ায় প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে তাও উদঘাটন করতে পারছেন না তদন্ত সংশ্লিষ্টরা। এর মধ্যেই তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেয়ার সময়সীমা বাড়িয়ে নিয়েছে কমিটি। তদন্ত সংশ্লিষ্টরা বলছেন, যে প্রক্রিয়ায় তদন্ত চলছে তাতে এখন পর্যন্ত মূল অপরাধীদের শনাক্ত করা যায়নি। এ সপ্তাহের মধ্যেও তা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায় না।

তদন্ত কমিটির এক সদস্য জানান, জালিয়াত চক্র আধুনিক প্রক্রিয়ায় প্রশ্নপত্র ফাঁস করেছে। এজন্য বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৭

এইচএসসি প্রশ্ন ফাঁসের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এ স্তরের ইংলিশ ভার্সনের বিজ্ঞ সংস্থার সহযোগিতা নেয়া হচ্ছে।

গত ৩ এপ্রিল এইচএসসি পরীক্ষা শুরু হওয়ার পর থেকেই প্রায় প্রতিটি পরীক্ষা আগের দিন প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ উঠে। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের ইংরেজি ভিন্ন পরীক্ষার আগের দিন ১৯ এপ্রিল প্রশ্নপত্র ফাঁস হয় যায়। কেন্দ্রেও প্রশ্নপত্রের কপি পাওয়া যায়। পরীক্ষার্থীদের হাতে হাতে ফাঁস হওয়া প্রশ্ন পাওয়া যায়। জানা যায়, পরীক্ষার আগে কেন্দ্রকে সাজেশন এর পরে পদার্থ বিজ্ঞান প্রথমপত্র ও বিভিন্ন পত্রের পরীক্ষার আগে কেন্দ্রকে সাজেশন আকারে ছড়িয়ে পড়ে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র। ঐ সাজেশনে বেশ কিছু প্রশ্ন থাকলেও ৩ ঘণ্টার মার্ক করা প্রশ্নগুলোই পরীক্ষায় এসেছে। এই দুইটি পরীক্ষা বাতিল করা হয়নি।

ইংরেজি ভিন্ন পত্র প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ) মোহাম্মদ মোসাইদকে আহ্বায়ক করে সাত সদস্যবিশিষ্ট উচ্চ কমিটি গঠন করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্ম সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্ম সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (মাধ্যমিক), যুগ্ম সচিব (মাধ্যমিক) ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন ও হিসাব) এবং ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের বিদ্যালয় পরিদর্শক।

এ কমিটির প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগের সার্বিক বিষয় তদন্ত করে পরবর্তী কর্তৃপক্ষ এবং দেশের সব পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করার কথা রয়েছে।

এছাড়া এক ঘণ্টার তদন্তে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। এ কমিটিও ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেয়ার কথা থাকলেও এক পক্ষ তা বলছেন হয়নি।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ মোসাইদ বলেন, তদন্ত কাজ এগিয়ে চলছে। নির্ধারিত সময়ে তদন্ত আনুষ্ঠানিক এগারোটি প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনার সাথে জড়িত এ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনার যোগাযোগ থাকতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। এজন্য পরীক্ষার প্রশ্ন প্রণয়ন, প্রস্তুত, সরবরাহ এবং সংরক্ষণের সাথে যারা জড়িত তাদের সকলকেই তদন্তের আওতাধীনে রেখেছে কমিটি। এজন্য যত প্রকার প্রশ্নপত্র ফাঁস হতে পারে তার সবগুলো বিচার করা হচ্ছে।

এসএসসি, এইচএসসি ও জেএসসি পরীক্ষার প্রশ্ন প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রকৃত বিষয়ভিত্তিক নির্ধারিত পরীক্ষকদের কাছ থেকে প্রশ্নপত্র সংগ্রহ করা হয়। তাদের প্রস্তুতকৃত প্রশ্নগুলোর মধ্য থেকে বাছাই করে মাধ্যমিক বোর্ড চারটি সেটের জন্য প্রশ্ন তৈরি করে। দীর্ঘদিন ধরে মুদ্রণ ও বিতরণযোগ্যতার সাথে যারা কাজ করছেন তাদেরকেই এই মাধ্যমিক বোর্ডের সদস্যদের মাধ্যমে কঠোর গোপনীয়তায় জিজ্ঞাসা অবস্থায় সেট শিক্ষা বোর্ডের সদস্যদের মাধ্যমে কঠোর গোপনীয়তায় জিজ্ঞাসা অবস্থায় সচিবের মাধ্যমে ক, খ, গ ও ঘ সেট নির্বাচিত করা হয়। এই চারটি সেটের মধ্যে দুইটি বোর্ড সংরক্ষণ করা হয়। আর বাকি দুই সেট প্রশ্নপত্র মুদ্রণের জন্য জিলা প্রেসে পাঠানো হয়। এসময় কঠোর গোপনীয়তা রক্ষার নিয়ম রয়েছে।

মাধ্যমিক বোর্ড প্রশ্ন প্রণয়ন করলেও সেখান থেকে প্রশ্ন ফাঁসের সম্ভাবনা খুব কম। মূল কারণ ও সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছেন না তদন্ত কমিটির সদস্যরা। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান তাজরীনা বেগমকে মাধ্যমিক বোর্ডের সদস্যদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত জানাতে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

বোর্ডের এক কর্মকর্তা বলেন, মাধ্যমিক পর্যায় থেকে হয়ে প্রশ্ন কমপক্ষে তিনজন। কমিটির মাধ্যমে প্রশ্নপত্র করা হয় তা বাছাই ও পরবর্তীতে লটারির মাধ্যমে প্রশ্ন নির্ধারণ করা হয়। ফলে কেউ জানেন না কোন প্রশ্নটি নির্ধারণ করা হয়েছে।

ঐ কর্মকর্তা জানান, প্রশ্ন ফাঁসের জন্য সন্দেহের তীর বেশি জিজ্ঞি প্রেসের দিকে। আগেও কয়েকজন কর্মকর্তা কর্মচারীর জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল। এবারও এ প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত অনেক ব্যক্তির নাম উঠেছে। গত ৩ মাসের তদন্ত কমিটির সদস্যরা বিভিন্ন জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে যাচ্ছেন। এসব জেলা শহরে। সেখানে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ও উপজেলাতে নির্বাচিত জেলা প্রশ্নপত্র সংরক্ষণ করে রাখা হয়। প্রশ্নপত্র পরীক্ষার আগে যাচাইয়ের নির্দেশনা রয়েছে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট স্কুলের প্রধান, উপজেলার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও একজন ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে কঠোর গোপনীয়তায় তা তারা যাচাই করতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে সংরক্ষণ করা হয়নি বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অভিযোগ এসেছে। অনেক উপজেলায় তিনজনের পরিবর্তে দুই জন এবং কোথাও কোথাও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি না থেকে প্রতিনিধি প্রেরণ করার ঘটনাও ঘটেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ প্রক্রিয়ায় প্রশ্ন ফাঁসের কোন ঘটনা ঘটেছে কিনা কিংবা ঢাকার কোন কেন্দ্র এলাকায় কেউ এটি করেছে কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

অনুমান নির্ভর তদন্ত

দুই তদন্ত কমিটির কর্মকর্তা সদস্য জানিয়েছেন, কর্তৃপক্ষ চিহ্নিত হলেও সুনির্দিষ্ট তথ্য না পাওয়া যাওয়ায় তারা একমত হতেন। এক পর্যায়ে তারা যে উপায়ে প্রশ্ন ফাঁস হতে পারে তা যাচাই করছেন। কিন্তু কোন উৎস থেকে প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে তা শনাক্ত করা যায়নি। একজন আরও আধুনিক উপায়ে কাজ করতে হবে বলে মনে করছেন তারা। এছাড়া অতীতের প্রশ্ন ফাঁসের সাথে জড়িতদের বিষয়ে তেমন পরিচিতি ব্যবহার নজির না থাকায়ও এ ঘটনার তদন্তে অগ্রগতির বিষয়ে হতাশ মন্ত্রণালয়।

এ প্রসঙ্গে শিক্ষা সচিব মোহাম্মদ সাদিক বলেন, কেন্দ্রকে প্রশ্নপত্র ফাঁস থেকে রক্ষা যায়, যারা এ প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত তারা অর্থের জন্য নয়, অন্য কোনো কারণে প্রশ্নপত্র ফাঁস করছে। প্রতিবেশী কেন্দ্রগুলোকে এ ধরনের কয়েকটি শেষ রক্ষা করে দেয়া হয়েছে।

প্রশ্ন ফাঁস বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, এবারের প্রশ্নপত্র ফাঁসের সাথে জড়িতদের খুঁজে বের করতে মহানায়েরা পাশে যা কিছু করার, সবই করা হবে। দোষীদের শাস্তির বিষয়ে কোনো নমনীয়তা চলবে না। এছাড়া ভবিষ্যতে প্রশ্নপত্র ফাঁস ঠেকাতে কৌশলও নির্ধারণ করা হচ্ছে।